গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড।

বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের ১৭ নভেম্বর ২০১৩ তারিখে অনুষ্ঠিত ১৯তম সভার কার্যবিবরণী।

বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের ১৯তম সভা ১৭ নভেম্বর, ২০১৩ তারিখ দুপুর ১২.৩০ টায় জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব ও বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের চেয়ারম্যান জনাব আবদুস সোবহান সিকদার এর সভাপতিত্বে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সভা কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় উপস্থিত সম্মানিত সদস্য/কর্মকর্তাগণের তালিকা পরিশিষ্ট - 'ক' তে দেখানো হলো।

সভার প্রারম্ভে সভাপতি উপস্থিত সকল সদস্য ও কর্মকর্তাগণকে স্বাগত জানিয়ে সভার আলোচ্য বিষয়সমূহ উপস্থাপনের জন্য বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের মহাপরিচালক ও বোর্ডের সদস্য-সচিব জনাব মোঃ আলী মোস্তাফা চৌধুরী - কে অনুরোধ করেন। মহাপরিচালক সভার আলোচ্য বিষয়সমূহ ধারাবাহিকভাবে উপস্থাপন করেন।

০১। বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের ১৮-০৮-২০১৩ তারিখে অনুষ্ঠিত ১৮তম সভার কার্যবিবরণী নিশ্চিতকরণ।

বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের ১৮-০৮-২০১৩ তারিখে অনুষ্ঠিত ১৮তম সভার কার্যবিবরণী বোর্ডের সম্মানিত সদস্যদের নিকট যথাসময়ে প্রেরণ করা হয়েছিল। কার্যবিবরণী সম্পর্কে সম্মানিত সদস্যদের নিকট হতে কোনরূপ সংশোধনী প্রস্তাব/মন্তব্য না পাওয়ায় কার্যবিবরণীটি নিশ্চিত (Confirm) করা হয়।

০২। বিগত ১৮-০৮-২০১৩ তারিখে অনুষ্ঠিত বোর্ডের ১৮তম সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা।

২.১ বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের দিলকুশাস্থ নিজস্ব জায়গায় ৩০তলা ভবন নির্মাণ প্রসঙ্গে।

পরিকল্পনা কমিশনের ভৌত অবকাঠামো বিভাগে বোর্ডের ভবন নির্মাণ সংক্রান্ত বিষয়ে প্রকল্প মূল্যায়ন কমিটির (পিইসি) সভা গত ০৬-০৬-২০১৩ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক ভবনের জন্য প্রস্তাবিত জায়গার সয়েল টেষ্ট এর কাজ সম্পন্ন হয়েছে এবং ডিপিপি পূনর্গঠনের কাজ প্রক্রিয়াধীন আছে। ডিপিপি পূনর্গঠনের অগ্রগতি পর্যালোচনার জন্য জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব মহোদয়ের সভাপতিত্বে গত ০৬-১১-২০১৩ তারিখে এক সভা অনুষ্ঠিত হয় এবং সিনিয়র সচিব মহোদয় জরুরী ভিত্তিতে ডিপিপি পূনর্গঠন করে পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণের নির্দেশনা প্রদান করেন বলে মহাপরিচালক সভায় অবহিত করেন। সভায় সভাপতি মহোদয় সংশ্লিষ্ট সকল কাজ দ্রুত শেষ করে পূনর্গঠিত ডিপিপি পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য পরিকল্পনা কমিশনের ভৌত অবকাঠামো বিভাগে প্রেরণের জন্য পুনরায় অনুরোধ জানান।

সিদ্ধান্ত ঃ পিইসি সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক ভবন নির্মাণের সম্ভাব্যতা যাচাইসহ সংশ্লিষ্ট সকল কাজ দ্রুত শেষ করে পূনর্গঠিত ডিপিপি পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য পরিকল্পনা কমিশনের ভৌত অবকাঠামো বিভাগে প্রেরণ করতে হবে।

বাস্তবায়ন ঃ (১) যুগ্ম-সচিব(উন্নয়ন), জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়।
(২) পরিচালক(প্রশাসন ও কল্যাণ), বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড।

২.২ বোর্ডের নিজস্ব কমিউনিটি সেন্টারের সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিতকরণ।

রাজশাহী ও খুলনার সরকারি কমিউনিটি সেন্টার বাস্তবতার নিরিখে স্বল্পব্যয়ে সংস্কার ও মেরামত কাজ করার বিষয়ে কর্মসূচী গ্রহণের উদ্দেশ্যে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে অর্থ মন্ত্রণালয়ে প্রস্তাব প্রেরণের পূর্বে কমিউনিটি সেন্টার দু'টির Cost Benefit Analysis এর জন্য সংশ্লিষ্ট রাজশাহী ও খুলনা বিভাগে ০৭/১০/২০১৩ তারিখে পত্র দেয়া হলেও এপর্যন্ত কোন প্রতিবেদন পাওয়া যায়নি বলে সভায় জানানো হয়। অপরদিকে চট্টগ্রামের কমিউনিটি সেন্টারটি জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র

সচিব মহোদয় কর্তৃক সরেজমিনে পরিদর্শনপূর্বক এ বিষয়ে নির্দেশনা প্রদান করা হলে সেপ্রেক্ষিতে পরবর্তী পদক্ষেপ গ্রহণ করা যেতে পারে বলে সভায় জানানো হয়।

সিদ্ধান্ত ঃ (১) রাজশাহী ও খুলনার সরকারি কমিউনিটি সেন্টার দু'টির সংস্কার কাজের জন্য Cost Benefit Analysis প্রস্তুত করে বোর্ডের প্রধান কার্যালয়ে প্রাক্কলন প্রেরণ করতে হবে।

(২) চট্টগ্রামের কমিউনিটি সেন্টারটি জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব মহোদয় কর্তৃক সরেজমিনে পরিদর্শনপূর্বক এ বিষয়ে নির্দেশনা প্রদান করা হলে সেপ্রেক্ষিতে পরবর্তী পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে।

বাস্তবায়ন ঃ (১) যুগ্ম-সচিব(সওক), জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়।

(২) পরিচালক(কর্মসূচী ও যৌথবীমা), বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড।

(২) উপ-পরিচালক(কর্মসূচী ও যৌথবীমা), বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড।

(৩) উপ-পরিচালক, বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড, বিভাগীয় কার্যালয়, রাজশাহী/খুলনা/চট্টগ্রাম।

২.৩ সোনালী ব্যাংকের পাওনা টাঃ ৫৫(পঞ্চান্ন) কোটি পরিশোধ প্রসঙ্গে।

১৮তম বোর্ড সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সোনালী ব্যাংক লিঃ এবং বোর্ডের ৭টি বিভাগীয় কার্যালয়কে হিসাব চুড়ান্ত করে প্রধান কার্যালয়ে প্রেরণের জন্য সর্বশেষ ৩১-১০-২০১৩ তারিখে তাগিদপত্র দেয়া হয় বলে সভায় অবহিত করা হয়। এ বিষয়ে সভায় অভিমত ব্যক্ত করা হয় যে, কেন্দ্রীয়ভাবে সোনালী ব্যাংক লিঃ, রমনা কর্পোরেট শাখা ও বোর্ডের প্রধান কার্যালয় কর্তৃক হিসাব তরান্বিত করা সহ বিভাগীয় পর্যায়ে সোনালী ব্যাংকের সংশ্লিষ্ট কর্পোরেট শাখা ও বোর্ডের বিভাগীয় কার্যালয়সমূহকে হিসাবের কাজ যথাসম্ভব স্বল্প সময়ের মধ্যে চুড়ান্ত করার জন্য পুনরায় তাগিদ দেয়া যেতে পারে।

সিদ্ধান্ত ঃ কেন্দ্রীয়ভাবে সোনালী ব্যাংক লিঃ, রমনা কর্পোরেট শাখা ও বোর্ডের প্রধান কার্যালয় কর্তৃক হিসাব তরান্বিত করা সহ বিভাগীয় পর্যায়ে সোনালী ব্যাংকের সংশ্লিষ্ট কর্পোরেট শাখা ও বোর্ডের বিভাগীয় কার্যালয়সমূহকে হিসাবের কাজ যথাসম্ভব স্বল্প সময়ের মধ্যে চুড়ান্ত করার জন্য পুনরায় তাগিদ পত্র দিতে হবে।

বাস্তবায়ন ঃ (১) পরিচালক(প্রশাসন ও কল্যাণ), বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড।

(২) ডিজিএম, সোনালী ব্যাংক লিমিটেড, রমনা কর্পোরেট শাখা।

(৩) উপ-পরিচালক, বিভাগীয় কার্যালয়সমূহ ও বিভাগীয় পর্যায়ে সোনালী ব্যাংকের সংশ্লিষ্ট কর্পোরেট শাখা।

২.৪ মতিঝিলস্থ মহিলা কারিগরী প্রশিক্ষণ কেন্দ্র কাম কমিউনিটি সেন্টারের হল রুমে শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ যন্ত্র স্থাপন এবং সংস্কার কাজ প্রসংগে।

মতিঝিল মহিলা কারিগরী প্রশিক্ষণ কেন্দ্র-কাম-কমিউনিটি সেন্টারে শীতাতপ যন্ত্র স্থাপন ও সিভিল কাজ টাঃ২২,০০,০০০/- (বাইশ লাখ) মাত্র এর মধ্যে প্রাক্কলন তৈরী করার জন্য গণপূর্ত অধিদপ্তরের সংশ্লিষ্ট বিভাগে ০২/১০/২০১৩ তারিখে পত্র দেয়া হয়। গণপূর্ত অধিদপ্তর ১৩-১১-২০১৩ তারিখে পত্রের মাধ্যমে সিভিল কাজের জন্য টাঃ ১৭,৯৪,৩৪৮/- এবং শীতাতপ যন্ত্র সরবরাহ ও স্থাপনের জন্য টাঃ ২৮,৬৬,৬০৬/- সহ মোট টাঃ ৪৬,৬০,৯৫৪/- প্রয়োজন হবে বলে জানায়। তাছাড়া নতুন সিডিউল বহি বের হলে অরো ২০-২৫% দর বৃদ্ধি পাবে বলে গণপূর্ত অধিদপ্তর পত্রে উল্লেখ করে। এ বিষয়ে মহাপরিচালক মতামত ব্যক্ত করেন যে, এত বেশি অংকের অর্থ বোর্ড কর্তৃক সংস্থান করা যাবেনা। তবে সেন্টারে শীতাতপ যন্ত্র স্থাপন ও সিভিল কাজ টাঃ ২২,০০,০০০/- (বাইশ লাখ) তে সম্পাদন করা সম্ভব নয়, এতে আরো অতিরিক্ত ৩/৪ লাখ টাকা প্রয়োজন হতে পারে। কাজেই উক্ত কাজ গণপূর্ত অধিদপ্তরের পরিবর্তে দরপত্র মূল্যায়ন কমিটি গঠনের মাধ্যমে বোর্ডের সরাসরি

তত্ত্বাবধানে সম্পাদন করা যেতে পারে এবং এতে কাজের গুনগত মান নিশ্চিত করা যাবে ও সময়ও সাশ্রয় হবে। সে মোতাবেক নিম্নরূপভাবে একটি দরপত্র মূল্যায়ন কমিটি গঠনের প্রস্তাব করা হয়।

(০১)	পরিচালক (কর্মসূচী ও যৌথবীমা), বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড	- সভাপতি
(০২)	সিনিয়র সহকারী সচিব, কল্যাণ শাখা, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়	- সদস্য
(০৩)	গণপূর্ত অধিদপ্তরের প্রতিনিধি (উপ বিভাগীয় প্রকৌশলী পদ মর্যাদার নিম্নে নহে)	- সদস্য
(০৪)	জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের প্রতিনিধি (উপ বিভাগীয় প্রকৌশলী পদ মর্যাদার নিম্নে নহে)	- সদস্য
(০৫)	উপ-পরিচালক(প্রশাসন ও কল্যাণ), বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড	- সদস্য
(০৬)	সুপারভাইজার, মতিঝিল মহিলা কারিগরী প্রশিক্ষণ কেন্দ্র কাম কমিউনিটি সেন্টার	- সদস্য
(০৭)	উপ-পরিচালক(কর্মসূচী ও যৌথবীমা), বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড।	- সদস্য-সচিব

কমিটির কার্যপরিধি ঃ

(১) মতিঝিলস্থ কমিউনিটি সেন্টারের আয়তন এবং সিভিল কাজের যথার্থতা নিরুপনপূর্বক সেন্টারে শীতাতপ যন্ত্র স্থাপন ও সিভিল কাজের প্রাক্কলন তৈরি করতে হবে,

(২) দরপত্র মূল্যায়ন কমিটির সভাপতি 'ক্রয়কারী কার্যালয় প্রধান' (HOPE) এর অনুমোদনক্রমে প্রাক্কলন তৈরির জন্য একটি সাব কমিটি গঠন করবে।

(৩) পিপিআর অনুসরণ করে দরপত্রের মাধ্যমে উক্ত কাজ সম্পাদনের নিমিত্ত যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনের জন্য সুপারিশ পেশ করতে হবে।

(৪) দরপত্র যাচাই বাছাই, মালামালের Country of Origin ও মূল্য যাচাই সংক্রান্ত কারিগরি মূল্যায়ণ কমিটির সুপারিশ থাকতে হবে।

(৫) কাজের গুনগত মান নিশ্চিত করতে হবে।

উক্ত প্রস্তাব অনুমোদন করা যেতে পারে বলে সভায় সকলেই একমত পোষণ করেন।

সিদ্ধান্ত ঃ (১) মতিঝিলস্থ কমিউনিটি সেন্টারে শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ যন্ত্র স্থাপন ও সংস্কার কাজ গঠিত কমিটির মাধ্যমে নিজস্ব তহবিল থেকে টাঃ ২২.০০ লাখ এর মধ্যে প্রাক্কলন তৈরি করে উক্ত কাজ সম্পাদনের পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

(২) বাস্তবতার আলোকে অতিরিক্ত অর্থের প্রয়োজন হলে পরবর্তী বোর্ড সভায় অর্থ মঞ্জুরীর জন্য প্রস্তাব করতে হবে।

বাস্তবায়ন ঃ (১) পরিচালক (কর্মসূচী ও যৌথবীমা), বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড।

(২) উপ-পরিচালক (কর্মসূচী ও যৌথবীমা), বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড।

২.৫ বোর্ডের ভিশন মিশন অবজেকটিভসহ সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি অনুমোদন সংক্রান্ত।

১৮তম সভায় অনুমোদিত বোর্ডের ভিশন, মিশন, উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য, সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি (Citizen Charter) বোর্ডের ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয়েছে এবং মুদ্রিত হার্ড কপি বোর্ডের সম্মানিত সদস্য, জেলা প্রশাসকগণ এবং সংশ্লিষ্টদের নিকট প্রেরণ করা হচ্ছে বলে বোর্ডের পরিচালক(প্রশাসন ও কল্যাণ) সভাকে অবহিত করেন।

২.৬ কল্যাণ তহবিল হতে মৃত/ অক্ষম/অবসরপ্রাপ্ত কর্মকর্তা/ কর্মচারীর সন্তানদের জন্য পুনঃ নির্ধারিত হারে শিক্ষাবৃত্তি প্রদানের ক্ষেত্রে ন্যূনতম গ্রেড পয়েন্ট নির্ধারণ সংক্রান্ত।

বোর্ডের পরিচালক(প্রশাসন ও কল্যাণ) সভায় জানান যে, মৃত/অক্ষম/অবসরপ্রাপ্ত কর্মকর্তা/কর্মচারীগণের সন্তানদেরকে ন্যূনতম ৫০-৫৯ পর্যন্ত গ্রেড পয়েন্ট ৩.০০ (লেটার গ্রেড বি) প্রাপ্ত ছাত্র/ ছাত্রীদেরকে ২০১৪ সাল থেকে পূনর্নির্ধারিত হারে শিক্ষা সহায়তা ভাতা প্রদান করা হবে।

২.৭ দাফন/অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার অনুদান বাবদ টাঃ ২৫,০০০/- এবং কর্মকর্তা/কর্মচারীদের উপর নির্ভরশীল পরিবারের সদস্যদের জন্য প্রদত্ত টাকা পুনঃনির্ধারণ প্রসঙ্গে।

জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের ১৯ জুন, ২০১৩ তারিখের প্রজ্ঞাপন মোতাবেক বেসামরিক প্রশাসনে কোন কর্মকর্তা/ কর্মচারী চাকুরীরত অবস্থায় মৃত্যুবরণ করলে তাঁর পরিবারের সদস্যকে দাফন/ অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া বাবদ টাঃ ২৫,০০০/- (পঁচিশ হাজার) প্রদান করা হচ্ছে বলে সভায় জানানো হয়। সভায় আরো জানানো হয় যে, সরকারি কর্মকর্তা/কর্মচারীর উপর নির্ভরশীল পরিবারের সদস্যদের দাফন/অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার অনুদান ২ভাগে বিভাজন না করে সর্বসাকূল্যে টাঃ ৫,০০০/- প্রদানের বিষয়টি বহাল আছে।

২.৮ কর্মকর্তা/কর্মচারীদের মৃত্যুর পর কবরস্থানের জন্য অকৃষি খাস জমি জায়গা বন্দোবস্ত নীতিমালা মোতাবেক বন্দোবস্ত গ্রহণের অনুমোদন প্রসঙ্গে।

কবরস্থানের জন্য সরকারের অকৃষি খাস জমি বন্দোবস্ত/অধিগ্রহণের জন্য জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে প্রশাসনিক অনুমোদনের জন্য পত্র দেয়া হয়েছে বলে সভায় জানানো হয়। প্রশাসনিক অনুমোদন পাওয়া গেলে পরবর্তী পদক্ষেপ গ্রহণ করা যেতে পারে।

সিদ্ধান্ত ঃ কবরস্থানের জন্য সরকারের অকৃষি খাস জমি বন্দোবস্ত/অধিগ্রহণের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

বাস্তবায়ন ঃ (১) যুগ্ম-সচিব(সওক), জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়।
(২) পরিচালক(প্রশাসন ও কল্যাণ), বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড।
(৩) উপ-পরিচালক(প্রশাসন ও কল্যাণ), বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড।

২.৯ বিআরটিসি কর্তৃক সচিবালয়ের স্টাফ পরিবহনের ভাড়া পূনঃনির্ধারণ প্রসঙ্গে।

বোর্ডের স্টাফবাস কর্মসূচী পরিচালনায় বিআরটিসির ভাড়াকৃত বাসের ভাড়া বর্তমানে বিদ্যমান ভাড়ার ওপর ১৫% বৃদ্ধির সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করা হয়েছে বলে সভায় অবহিত করা হয়।

১৮ তম সভার আলোচ্য বিষয় ও গৃহিত সিদ্ধান্তসমুহ।

০১। বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের স্টাফবাসের ব্লু-বুক এর জরিমানা মওকুফ ও নবায়ন সংক্রান্ত।

বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড কর্তৃক সরকারি কর্মকর্তা/কর্মচারীদের অফিসে আনা-নেয়া করার জন্য স্টাফবাস কর্মসূচী পরিচালনা করা হচ্ছে। ২০০৪ সালে সর্বশেষ স্টাফবাস কর্মসূচীর প্রাক্তন সুপারভাইজার জনাব মুন্সি মসিয়ার রহমান এর মাধ্যমে ব্লুবুকগুলো নবায়ন করা হয়। স্টাফবাস কর্মসূচীর ৩৪ (চৌত্রিশ) টি গাড়ীর ব্লুবুক ২০০৫ সালের পর যথাসময়ে নবায়ন না করায় বিআরটিএ কর্তৃক টাঃ ৮,৭৯,০৬০/- (আট লক্ষ উনআশি হাজার ষাট) মাত্র জরিমানা ধার্য করা হয়। ব্লুবুকগুলো ২০০৪ সালে নবায়ন শেষে সুপারভাইজার এর হেফাজতে থাকায় তার বিরুদ্ধে বিভাগীয় মামলা করা হয় এবং তদন্ত কার্যক্রম শেষে ব্লুবুকগুলো নবায়ন না করার কারনে দায়িত্ব ও কর্তব্যে অবহেলার জন্য তাকে দোষী সাব্যস্ত করা হয়। ইতোমধ্যে বিআরটিএ কর্তৃক ১৩-১০-২০১৩ তারিখে জারীকৃত পরিপত্রের তারিখ হতে পরবর্তী ৪ মাস সময়ে জরিমানা ব্যতিত শুধুমাত্র বকেয়া মূল কর ও ফিস পরিশোধপূর্বক মটরযানের কাগজপত্র হালনাগাদ করার সুযোগ প্রদান করা হয়েছে বলে সভাকে জানানো হয়। উক্ত পরিপত্রের প্রেক্ষিতে বিআরটিএ কর্তৃক পূর্বে ধার্যকৃত জরিমানা আদায়ের কোন প্রয়োজনীয়তা নেই বিধায় জনাব মুন্সি মসিয়ার রহমানকে এ দায় হতে অব্যহতি প্রদান করা যেতে পারে এবং প্রচলিত নিয়মে স্টাফবাস কর্মসূচীর গাড়ীগুলোর ব্লুবুক নবায়নের পদক্ষেপ গ্রহণ করা যেতে পারে বলে সভায় প্রস্তাব করা হয়।

সিদ্ধান্ত ঃ (১) বিআরটিএ কর্তৃক ১৩-১০-২০১৩ তারিখে জারীকৃত পরিপত্রের প্রেক্ষিতে পূর্বে ধার্যকৃত জরিমানা আদায়ের কোন প্রয়োজনীয়তা নেই বিধায় প্রাক্তন সুপারভাইজার জনাব মুন্সি মসিয়ার রহমানকে জরিমানার দায় হতে অব্যহতি প্রদান করা হলো।

(২) প্রচলিত নিয়মে বোর্ডের স্টাফবাস কর্মসূচীর গাড়ীগুলোর ব্লুবুক নবায়নের পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

বাস্তবায়ন ঃ (১) পরিচালক (কর্মসূচী ও যৌথবীমা), বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড.
(২) উপ-পরিচালক (কর্মসূচী ও যৌথবীমা), বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড।

০২। বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড কর্তৃক প্রদত্ত মাসিক কল্যাণভাতা ও যৌথবীমার এককালীন সাহায্য অটোমেশন সফটওয়্যারের মাধ্যমে ই-ফাইলিং পদ্ধতিতে অনুমোদন এবং বিশেষ চিকিৎসা সাহায্য প্রদানের ক্ষেত্রে বর্ষপঞ্জি অনুসরণ প্রসংগে।

বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা কর্তৃক আই,ই,সি,এল লিমিটেড এর মাধ্যমে অটোমেশন সফটওয়্যার তৈরি করা হয়েছে এবং এ সফটওয়্যারের অধীনে (ক) জটিল ও ব্যয়বহুল রোগের চিকিৎসা (খ) বিশেষ চিকিৎসা সাহায্য (গ) মাসিক কল্যাণ ভাতা (ঘ) যৌথবীমা এককালীন সাহায্যের কার্যক্রম চালু করা হয়েছে বলে বোর্ডের পরিচালক(প্রশাসন ও কল্যাণ) সভায় অবহিত করেন। আবেদনসমূহ প্রাপ্তির ক্রমানুযায়ী নথিতে উপস্থাপিত হয় এবং আবেদনের অবস্থা সম্পর্কে তিনটি পর্যায়ে যেমন আবেদন প্রাপ্তির সময় ডিজিটাল ডায়েরী নম্বর ও তারিখ, আবেদনে কোন ত্রুটি থাকলে তা উল্লেখকরণ এবং কল্যাণভাতার আদেশনামা চুড়ান্ত অনুমোদনের পর BKKB এর পক্ষ থেকে SMS এর মাধ্যমে আবেদনকারীকে জানিয়ে দেয়া হয়।

এ সফটওয়্যারের মাধ্যমে আবেদনকারীর মোবাইল নম্বরসহ তথ্যাদি BKKB এর ডাটাবেইজে স্থায়ীভাবে সংরক্ষণ করা হয় এবং ই-ফাইলিং পদ্ধতিতে ইনিসিয়েটিং অফিসার হতে মহাপরিচালক পর্যন্ত মোট ৫টি পর্যায়ে আবেদন যাচাই বাছাই ও পরীক্ষান্তে কল্যাণভাতার আদেশনামা (কার্ড) এবং যৌথবীমার দাবী অনুমোদিত হয়। বোর্ডের মহাপরিচালক মহোদয় জানান যে, কল্যাণভাতার কার্ডের অফিসের অংশ, ব্যাংকের অংশ ও আবেদনকারীর অংশ মোট ৩ কপি (সাদা, সবুজ ও গোলাপী রঙের কাগজে) প্রিন্ট করে প্রেরণ করা হয়। তিনি আরো জানান যে, প্রধান কার্যালয়ে ই-ফাইলিং পদ্ধতি বাস্তবায়নের পর পর্যায়ক্রমে বিভাগীয় কার্যালয়ে অবকাঠামোগত উন্নয়নের মাধ্যমে এ পদ্ধতি সম্প্রসারণ করা যেতে পারে।

তাছাড়া বোর্ডের পরিচালক(প্রশাসন ও কল্যাণ) সভায় আরো জানান যে, বোর্ড হতে বিশেষ চিকিৎসা সাহায্য অর্থ বছর অনুযায়ী প্রদান করা হয়ে থাকে। ফরমের নিয়মাবলীর (জ) তে উল্লেখ রয়েছে যে, চিকিৎসার দুই বছরের মধ্যে সাহায্যের জন্য আবেদন করতে হবে। এতে ২ অর্থ বছরের জন্য মোট ৪টি বর্ষপঞ্জি সংশ্লিষ্ট হয়। প্রতি অর্থ বছরে ১বার সাহায্য প্রদান করার বিধান থাকায় আবেদনগুলোর কাগজপত্র/বিল ভাউচার কোন বছরের আওতাধীন হবে সে বিষয়ে সফটওয়্যার কর্তৃক সনাক্তকরণে বিভিন্ন অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়। এক্ষেত্রে বর্ষপঞ্জি (জানুয়ারী-ডিসেম্বর) অনুসরণ করলে কোন সমস্যা হবেনা বলে সভায় অবহিত করা হয়। সেপ্রেক্ষিতে ২০১৪ সাল থেকে বর্ষপঞ্জি (জানুয়ারী-ডিসেম্বর) অনুসরণ করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে বলে সভায় প্রস্তাব করা হলে সকলেই একমত পোষণ করেন।

সিদ্ধান্ত ঃ (ক) বোর্ড কর্তৃক প্রদত্ত মাসিক কল্যাণ ভাতা ও যৌথবীমার দাবী প্রধান কার্যালয়ে সফটওয়্যারের মাধ্যমে ই-ফাইলিং পদ্ধতিতে সম্পন্ন করার বিষয়টি সর্বসম্মতিক্রমে অনুমোদন করা হয়।

(খ) বিশেষ চিকিৎসা সাহায্য প্রদানের ক্ষেত্রে ২০১৪ সাল থেকে বর্ষপঞ্জি (জানুয়ারী-ডিসেম্বর) অনুসরণ করার বিষয়টি অনুমোদন করা হয়।

বাস্তবায়ন ঃ (১) পরিচালক (প্রশাসন ও কল্যাণ), বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড।

(২) পরিচালক (কর্মসূচী ও যৌথবীমা), বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড।

(৩) সহকারী প্রোগ্রামার, বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড।

০৩। বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের মহিলা কারিগরী প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের ৪৭টি পদ সংরক্ষণ প্রসঙ্গে।

বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড কর্তৃক সরকারি কর্মকর্তা কর্মচারীদের স্ত্রী ও সন্তানদের বিভিন্ন ট্রেড কোর্সে প্রশিক্ষণের জন্য ঢাকার মতিঝিলসহ চট্টগ্রাম, রাজশাহী, খুলনা ও বরিশাল বিভাগীয় সদরে ৫ (পাঁচ) টি মহিলা কারিগরী প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে সেলাই, এমব্রয়ডারী, কম্পিউটার কোর্স, গ্রাফিক্স ডিজাইন, সেক্রেটারীয়েল সাইন্স, ব্লক বাটিক ইত্যাদি কোর্সে অভিজ্ঞ প্রশিক্ষক দ্বারা প্রশিক্ষণ দেয়া হচ্ছে। কেন্দ্রের ৪৭টি পদ ৩০ জুন, ২০১৪ পর্যন্ত সংরক্ষণের প্রস্তাব ১৮তম বোর্ড সভায় উপস্থাপন করা হলে ঐ সকল প্রতিষ্ঠানে কি ধরণের প্রশিক্ষণ দেয়া হয়, প্রতি বছর কত জন প্রশিক্ষণার্থী প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করে এবং তারা প্রশিক্ষণ শেষে কি ধরণের কাজে নিয়োজিত থেকে নিজেদেরকে স্বাবলম্বী করে তোলে তার প্রতিবেদনের ভিত্তিতে পদগুলি সংরক্ষণের বিষয়টি পরবর্তী সভায় বিবেচনা করা যেতে পারে বলে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এতদবিষয়ে একটি প্রতিবেদন সভায় উপস্থাপন করা হলে সভাপতি মহোদয় অভিমত ব্যক্ত করেন যে, উক্ত কেন্দ্রে নতুন কোন লোক নিয়োগ করা যাবেনা এবং কেন্দ্রগুলো যেহেতু বহু বছর থেকে চালু আছে সেহেতু ৪৭টি পদ ৩০ জুন, ২০১৪ পর্যন্ত সংরক্ষণ করা যেতে পারে। তবে কেন্দ্রগুলোকে কিভাবে আরো যুগোপযোগী করা যায় সে বিষয়ে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা যেতে পারে।

সিদ্ধান্ত ঃ মহিলা কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের ৪৭টি পদ ৩০ জুন, ২০১৪ পর্যন্ত সংরক্ষণের (Retention) বিষয়টি অনুমোদন করা হয়।

বাস্তবায়ন ঃ (১) পরিচালক (কর্মসূচী ও যৌথবীমা), বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড।

(২) উপ-পরিচালক (কর্মসূচী ও যৌথবীমা), বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড।

০৪। বোর্ডের বিভাগীয় কার্যালয়সমূহে ইন্টারনেট সংযোগ প্রদান সংক্রান্ত।

তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সচিবালয় নির্দেশমালা ২০০৮ এর ১৫(গ) অনুচ্ছেদে ই-মেইল ব্যবহার বিষয়ে সুস্পষ্ট নির্দেশনা যথাযথভাবে অনুসরণের বিষয়ে উল্লেখ রয়েছে। সে প্রেক্ষিতে বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের দাপ্তরিক কাজে প্রত্যহ নিয়মিতভাবে প্রত্যেক কর্মকর্তাকে স্ব স্ব ই-মেইল পরীক্ষা (Check) এবং উক্ত নির্দেশনা অনুসরন করা প্রয়োজন।

বর্তমানে বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের কার্যক্রম www.bkkb.gov.bd ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হচ্ছে। বোর্ডের চিঠিপত্র ও অন্যান্য কার্যক্রমের তথ্যাদি বিভাগীয় কার্যালয়সহ অন্যান্য অফিসের সাথে ই-মেইলের মাধ্যমে আদান প্রদানের জন্য ইন্টারনেট সংযোগ নেয়া অত্যন্ত প্রযোজন। এক্ষেত্রে প্রধান কার্যালয়ে ইন্টারনেট সংযোগ থাকলেও বিভাগীয় কার্যালয়সমূহে ইন্টারনেট সংযোগ না থাকায় ই-মেইলের মাধ্যমে কোন চিঠিপত্র বা অন্যান্য তথ্যাদি আদান প্রদান করা যাচ্ছে না। এমতাবস্থায় বিভাগীয় কার্যালয়সমূহে ইন্টারনেট সংযোগ স্থাপন করা প্রয়োজন।

এ বিষয়ে বিটিসিএল এর সাথে যোগাযোগ করে জানা গেছে যে, টেলিফোনের সাথে সংযুক্ত এডিএসএল ইন্টারনেট সংযোগ গ্রহণ করা যাবে। এডিএসএল ইন্টারনেট সংযোগের ব্যয় নিম্নরূপ ঃ

১.	মডেম ক্রয় ও আনুষাঙ্গিক দ্রব্যাদি ক্রয়সহ প্রাথমিক ইনষ্টলেশনের জন্য	টাঃ ৫,০০০/-
২.	২৫৬ কেবিপিএস লিমিটেড গতির জন্য (ভ্যাট ছাড়া)	টাঃ ৩০০/-
৩.	২৫৬ কেবিপিএস আনলিমিটেড গতির জন্য (ভ্যাট ছাড়া)	টাঃ ৭৫০/-
৪.	৫১২ কেবিপিএস লিমিটেড গতির জন্য (ভ্যাট ছাড়া)	টাঃ ৫০০/-
৫.	৫১২ কেবিপিএস আনলিমিটেড গতির জন্য (ভ্যাট ছাড়া)	টাঃ ১,১৫০/-

বোর্ডের বিভাগীয় কার্যালয়সমূহে টেলিফোনের সাথে সংযুক্ত এডিএসএল ইন্টারনেট সংযোগের ক্ষেত্রে মডেম ক্রয় ও আনুষাঙ্গিক দ্রব্যাদি ক্রয়সহ প্রাথমিক ইনষ্টলেশনের জন্য টাঃ ৫,০০০/- (পাঁচ হাজার) এবং ৫১২ কেবিপিএস লিমিটেড গতির জন্য মাসিক বিল (১৫% ভ্যাটসহ) টাঃ ৫৭৫/- (পাঁচশত পঁচাত্তর) খরচ অনুমোদনের জন্য সভায় প্রস্তাব করা হয়। উক্ত প্রস্তাব অনুমোদন করা যেতে পারে বলে সভায় সকলেই একমত পোষণ করেন।

সিদ্ধান্ত ঃ (১) বোর্ডের বিভাগীয় কার্যালয়সমূহে ইন্টারনেট সংযোগের নিমিত্ত প্রাথমিক ইনষ্টলেশন খরচ টাঃ ৫,০০০/- (পাঁচ হাজার) এবং ৫১২ কেবিপিএস লিমিটেড গতির জন্য মাসিক বিল (১৫% ভ্যাটসহ) টাঃ ৫৭৫/- (পাঁচশত পঁচাত্তর) খরচের বিষয়টি অনুমোদন করা হয়।

(২) ইন্টারনেট সংযোগ বাবদ খরচ এবং মাসিক বিল প্রতি বিভাগের জন্য বরাদ্দকৃত টেলিফোন খাত হতে মেটাতে হবে।

বাস্তবায়ন ঃ (১) পরিচালক (প্রশাসন ও কল্যাণ), বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড।

(২) উপ-পরিচালক, বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড, বিভাগীয় কার্যালয়সমূহ।

(৩) সহকারী প্রোগ্রামার, বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড।

০৫। বোর্ডের রংপুর বিভাগীয় কার্যালয়ের জন্য ঝাড়ুদার নিয়োগ ও ঢাকা বিভাগীয় কার্যালয়ের ঝাড়ুদারের বেতন বৃদ্ধি প্রসঙ্গে।

সরকারের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী নবগঠিত রংপুর বিভাগে ২০১২ সালে বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের বিভাগীয় কার্যালয় প্রতিষ্ঠা করে কল্যাণ কার্যক্রম চালু করা হয়েছে। রংপুর বিভাগীয় কার্যালয়ে উপ-পরিচালক, সহকারী পরিচালক, কল্যাণ অফিসার, হিসাব রক্ষক, অফিস সহকারী কাম-কম্পিউটার অপারেটর ও এম,এল,এস,এস সহ মোট ০৭ (সাত)টি পদ সৃষ্টি করা হলেও ঝাড়ুদারের কোন পদ না থাকায় অফিস পরিস্কার পরিচ্ছন্নতার কাজ করা সম্ভব হচ্ছেনা বলে সভায় জানানো হয়। এ অবস্থায় রংপুর বিভাগীয় কার্যালয় থেকে মাসিক সর্বসাকূল্যে ৪০০০/- (চার হাজার) টাকায় একজন ঝাড়ুদার নিয়োগের প্রস্তাব করা হয়।

অন্যদিকে বিভাগীয় কার্যালয় ঢাকা-তে মাসিক ২০০০/- (দুই হাজার) টাকায় একজন ঝাড়ুদার নিয়োগ করা হয় এবং উক্ত ঝাড়ুদারের বেতন বৃদ্ধি করে মাসিক টাঃ ৪০০০/- (চার হাজার) এ উন্নীত করার প্রস্তাব পাওয়া যায় । এ বিষয়ে সভায় বিস্তারিত আলোচনায় সভাপতি মহোদয় মতামত ব্যক্ত করেন যে, রংপুর বিভাগীয় কার্যালয়ের জন্য মাসিক সর্বসাকূল্যে ২০০০/-

(দুই হাজার) টাকায় একজন ঝাড়ুদার নিয়োগ করা যেতে পারে এবং ঢাকা বিভাগীয় কার্যালয়ের ঝাড়ুদারের পূর্বের বেতন ২০০০/- (দুই হাজার) টাকা বহাল রাখা যেতে পারে। এতে সভায় সকলেই একমত প্রকাশ করেন।

সিদ্ধান্ত ঃ (১) বোর্ডের রংপুর বিভাগীয় কার্যালয়ে মাসিক সর্বসাকূল্যে ২০০০/- (দুই হাজার) টাকায় একজন ঝাড়ুদার নিয়োগদানের বিষয়টি অনুমোদন করা হয় এবং এর ব্যয় কল্যাণ তহবিলের আনুসাংগিক খাত হতে মিটানো হবে।

(২) ঢাকা বিভাগীয় কার্যালয়ের ঝাড়ুদারের বেতন মাসিক টাঃ ২০০০/- (দুই হাজার) বহাল থাকবে।

বাস্তবায়ন ঃ (১) পরিচালক (প্রশাসন ও কল্যাণ), বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড।
(২) উপ-পরিচালক, বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড, বিভাগীয় কার্যালয়, রংপুর/ ঢাকা।

০৬। সম্মানিত সদস্যদের বোর্ড সভায় যোগদানের জন্য প্রদত্ত সম্মানী হতে ভ্যাট কর্তণ প্রসঙ্গে।

বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের ৩০-০৭-২০০৬ তারিখে অনুষ্ঠিত ৫ম বোর্ড সভায় সম্মানিত সদস্যদের সম্মানী হিসাবে টাঃ ৫০০/- (পাচঁশত) প্রদানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যা ০৮-০৬-২০০৭ তারিখে অনুষ্ঠিত ৬ষ্ঠ বোর্ড সভায় টাঃ ১,০০০/- (এক হাজার) হারে উন্নীত করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। বর্তমানে উক্ত সম্মানী প্রদান করা হচ্ছে। জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের স্মারক নং-সাধারন আদেশ নং-০৯/মূসক/২০১১, তারিখ ঃ ১২-১০-২০১১ খ্রিঃ মোতাবেক বোর্ড সভায় যোগদানের জন্য সম্মানিত সদস্যদের সম্মানী হতে ১৫% হারে ভ্যাট কর্তণের সিদ্ধান্ত রয়েছে। বোর্ড সভায় যোগদানের জন্য সম্মানিত সদস্যদের সম্মানী হতে এ যাবত কোন ভ্যাট কর্তণ করা হয়নি। বোর্ডের ২০১০-২০১১ অর্থ বছরের কার্যক্রমের উপর অডিট চলাকালীন এ বিষয়ে আপত্তি উৎথাপিত হয়েছে। উৎথাপিত আপত্তি নিষ্পত্তি ও সম্মানী হতে ভ্যাট কর্তনের বিষয়ে বোর্ডের সদয় সিদ্ধান্তের জন্য পেশ করা হলে বোর্ডের সদস্যগণ মতামত ব্যক্ত করেন যে, অন্যান্য সংস্থার তুলনায় বোর্ড কর্তৃক প্রদত্ত সম্মানী অত্যন্ত কম। এ সম্মানী থেকে ১৫% ভ্যাট কর্তন করা হলে তা আরো কমবে এবং যা দৃষ্টিকটু বলে মনে হবে।

বিষয়টি নিয়ে সভায় বিস্তারিত আলোচনায় সভাপতি মহোদয় অভিমত ব্যক্ত করেন যে, অন্যান্য সংস্থার তুলনায় বোর্ডের সদস্যদের সম্মানী ১,০০০/- (এক হাজার) টাকা খুবই কম হওয়ায় এ সম্মানী বৃদ্ধি করে টাঃ ১,৭৬৫/- নির্ধারন করা যেতে পারে।

সিদ্ধান্ত ঃ (১) বোর্ডের সদস্যদের সম্মানী বৃদ্ধি করে টাঃ ১,০০০/- (এক হাজার) এর স্থলে টাঃ ১,৭৬৫/- (এক হাজার সাতশত পয়ষট্টি) নির্ধারন করা হয়।

(২) বোর্ডের সদস্যদের সম্মানী থেকে প্রচলিত নিয়মে ভ্যাট কর্তন করতে হবে।

বাস্তবায়ন ঃ (১) পরিচালক (প্রশাসন ও কল্যাণ), বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড।

(২) উপ-পরিচালক (প্রশাসন ও কল্যাণ), বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড।

পরিশেষে আর কোন আলোচ্য বিষয় না থাকায় সভাপতি উপস্থিত সকল সম্মানিত সদস্যকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

০৩.১২.১৩

(আবদুস সোবহান সিকদার)
সিনিয়র সচিব
জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়
ও
চেয়ারম্যান
বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড।